প্রথম আলো

তারিখ 11 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

চা-বাগানে সরকারি বিদ্যালয়

শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি পূরণে পদক্ষেপ নিন

সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সিলেট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে বাগানের শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিশেষ কোটার দাবি যৌক্তিক; তা অবশ্যই পূরণ হওয়া উচিত।

শনিবার *প্রথম আলোর* খবরে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল টি কোম্পানির অধীন লাক্কাতুরা চা-বাগানের দুই একর জমি অধিগ্রহণ করে ২০১৩ সালে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়। এরই মধ্যে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে বিদ্যালয়টি চালুর কথা রয়েছে। যেহেতু বিদ্যালয়টি চা-বাগানের ভেতরে, তাই লাক্কাতুরাসহ আশপাশের চা-বাগানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে গঠিত চা-বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ এই বিদ্যালয়ে চা-শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ৪০ শতাংশ বিশেষ কোটা বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে। আমরাও এই দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি। কেননা, আমাদের দেশের চা-বাগানের শিশুদের শিক্ষার অবস্থা মোটেও ভালো নয়।

গত ২ আগস্ট *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, চা-বাগানের অনেক শিশু কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে পঞ্চম শ্রেণি পাস করলেও মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। মূলত বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান দূরে হওয়া এবং অভাবের কারণেই এই ঝরে পড়া। কারণ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ আছে। মাধ্যমিক স্তরে গেলে খরচ বেড়ে যায়। যেখানে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ৮৫ টাকা, সেখানে টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর কথা অনেকেই ভাবেন না।

সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানে এত দিন মাত্র একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তাই নতুন স্থাপন করা এই সরকারি স্কুল চা-বাগানবাসীর মনে আশা জাগাবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় বলা হয়েছিল, শিক্ষাবঞ্চিত চা-বাগানের ছাত্রছাত্রীরা এতে অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ভর্তি-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই অগ্রাধিকারের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাই হয়তো চা-বাগানবাসীর মনে এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে তাঁদের সন্তানেরা হয়তো এই বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

আমরা এ ব্যাপারে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। সরকারের এখন উচিত চা-বাগানবাসীর দাবি আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।